জিহাদ; ফাযায়েল, মাসায়েল ও আদাব

বেসিক
কনসেপ্ট
অব জিহাদ

মুফতি মুহাম্মাদ শফী ররিমাহুল্লাহ

আব্দুর রহমান যশোরী
অনূদিত

হিদায়াহ
পাবলিকেশন

বেসিক কনসেপ্ট অব জিহাদ
মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহিমাহুল্লাহ

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

স্বত্ব প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বইটির পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, ফটোকপি বা অন্য যে-কোনো উপায়ে বিলি-বণ্টন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২০০ টাকা

হিদায়াহ
পাবলিকেশন
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: 01926151500

অর্পন-

বইটি পড়ছেন, পড়বেন, অন্যকে পড়ার পরামর্শ দিবেন, পড়ার জন্য কাউকে হাদিয়া দিবেন- এমন প্রত্যেক ঈমানী ভাই-বোনের করকমলে।

সূচিপত্র

মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ... ৭
জিহাদ ও গাযওয়াসমূহের রহস্য ৭
জিহাদের বিধান ৮
জিহাদের উদ্দেশ্য... ১২
জিহাদ চলবে কতদিন? ১৩
জিযয়ার রহস্য ও উত্থাপিত আপত্তির জবাব.................................. ১৪
বিজয়ের পথ ও জিহাদের প্রস্তুতি ১৫
যুদ্ধাস্ত্রের পাশাপাশি মনোনিবেশ থাকবে আল্লাহর প্রতি..................... ১৬
যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভের জন্য কুরআনী নির্দেশনা ১৭
জিহাদী সফরের গুরুত্বপূর্ণ আদব... ১৮
চূড়ান্ত বিজয় ঈমানদারদের... ১৯
বিজয়ের জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা চাই................................. ২০
বাহ্যিক পরাজয় কখনো পরীক্ষা হয়ে থাকে ২০
জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও জিহাদ ত্যাগের অশুভ পরিণতি ২১
ওজরের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অবকাশ....................... ২২
ওযর বলতে কি উদ্দেশ্য?... ২৩
জিহাদের ময়দানে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা................................. ২৪
(নবীজির সামনে এটাও স্পষ্ট ছিল যে, শীঘ্রই মক্কা বিজয় হবে। তখন এসব অসহনীয় পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটবে।)..................................... ২৫
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সব সম্পর্কের উর্ধ্বে ২৬
জিহাদের একেকটি আমল সদকায়ে জারিয়ার চেয়েও বেশি ২৮
জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার পেছনের রহস্য ২৯

বেসিক কনসেপ্ট অব জিহাদ

জিহাদবিরোধী কর্মকাণ্ড ৩১

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাদের প্রতি কল্যাণকামিতার কারণেই হয়...... ৩৩

মৃত্যুকে ভয় করা ৩৪

যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন ৩৪

বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা.. ৩৬

গণিমতের মালে খেয়ানত ৩৭

গর্ব ও আত্মমুগ্ধতা.. ৩৮

‘জিহাদ’ এর সংজ্ঞা ৪১

মুমিনের জিহাদ দেশের জন্য নয়; ইসলামের জন্য ৪৩

আমাদের জন্মভূমি ‘ইসলাম’ ৪৫

জিহাদে মুসলমানদের একক হাতিয়ার: সবর ও তাকওয়া ৪৬

তে হুনাইন যুদ্ধের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন: ৫১

রিবাত : ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা ৫১

ব্লাকআউট রিবাতের অংশ.. ৫৩

নবীযুগে ‘ব্লাকআউট’ এর দৃষ্টান্ত.. ৫৩

স্বাভাবিক অবস্থায় ‘জিহাদ’ ফরযে কেফায়া ৫৫

ফরযে কেফায়া কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়...................... ৫৭

জিহাদ কখন ফরযে আইন হয় ৫৭

জিহাদসংক্রান্ত কিছু মৌলিক মাসআলা ৫৮

নাগরিক নিরাপত্তা সেবাও জিহাদ.. ৬৮

জিহাদের নিয়ত.. ৬৮

রিবাত: ইসলামী সীমান্ত রক্ষা... ৬৯

আল্লাহর রাস্তার শহীদদের মাকাম ও মর্যাদা ৭২

জিহাদে সম্পদ ব্যয়ের ফযিলত ৭৫

বেসিক কনসেপ্ট অব জিহাদ

হিন্দুস্তানে জিহাদের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত ৭৬

‘হিন্দুস্তানের জিহাদ’ বলতে কোন জিহাদ উদ্দেশ্য........................... ৭৭

জিহাদ ছেড়ে দেয়া বিপদকে তরান্বিত করে.................................. ৭৯

জিহাদের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করাও জিহাদ ৮০

জিহাদ ৮২

জিহাদের ফাণ্ডে দানের বিরাট সওয়াব ৮২

ঋণ ও আমানতের খেয়ানত ছাড়া, জিহাদ সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয় ৮২

নৌবাহিনীর মহাসৌভাগ্য ৮৩

জিহাদের দোয়াসমূহ ৮৩

দুশমনের মোকাবেলায় প্রভাবশালী অস্ত্র ৮৪

যখন যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হবে.. ৯০

মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ

কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনার পাশাপাশি ইসলামী জিহাদের দ্বীর্ঘ ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানরা যুগে যুগে, যখনই জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, অন্যরা তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে। আর তাদের প্রতাপে মুসলমানরা ভীতু ও আতঙ্কগ্রস্থ জাতিতে পরিণত হয়েছে। তারপর মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা। পরিণামে যেই বীরত্ব ও গায়রত কাফেরদের মোকাবেলায় ব্যবহার করা উচিত ছিল, তা নিজেদের মধ্যেই বিনষ্ট ও ক্ষয় হয়েছে। আর এটাই পরিশেষে মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জিহাদ ও গাযওয়াসমূহের রহস্য

কোন ঘাতককে কেসাস হিসেবে হত্যা করা, কোন বলৎকারকে পিটুনি দেয়া, ডাকাতদলের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বাঁধা দেয়া কিংবা তাদেরকে খতম করে দেয়া; এসব কর্মকাণ্ড যদিও কিছু লোকের কষ্ট বা জীবননাশের কারণ হয়, তবুও কোন বিবেকবান মানুষের কাছে এগুলো দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা বিরোধী কাজ বলে গণ্য হয় না। বরং এগুলো দুনিয়ার সমস্ত মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়। যদি হাতেগোনা কিছু পেশাদার অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে কষ্টের মধ্যে ফেলা না হয়, তাহলে পুরো মানবতার নিরাপত্তা ও শান্তি হুমকির মুখে পড়তে বাধ্য হবে। এবং গোটা পৃথিবী নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তির শিকার হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় জিহাদ ও গাযওয়াসমূহ, এবং তাঁর বাস্তবায়িত হদ ও তা'যীরসমূহ, এই জলন্ত বাস্তবতার উপর নির্ভর করেই পরিচালিত হয়েছে। সংশোধনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা থেকে নিরাশ হয়েই এগুলোকে সর্বশেষ প্রতিকার ও ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সেই ডাক্তার আপন শাস্ত্রে কিভাবে বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত হবেন, যিনি কেবল পট্টি বাঁধতে জানেন, কিন্তু পঁচে নষ্ট হয়ে যাওয়া অঙ্গগুলোর অপারেশন করতে জানেন না।

کوئی عرب کے ساتھ ہو یا عجم کے ساتھ
کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ

আরব হোক বা হোক আজম
তলোয়ার বিনে কাজ দিবে না কলম

বুঝে নাও, খুব ভালো করে বুঝে নাও, যখন পৃথিবীর দেহে শিরকের বিষাক্ত জীবানু সৃষ্টি হয়েছে এবং তা এক রোগাক্রান্ত দেহের রূপ ধারণ করেছে। তখন

বেসিক কনসেপ্ট অব জিহাদ

'রহমতে এলাহী' তার চিকিৎসার জন্য এক মহাসংস্কারক ও মহানুভব চিকিৎসক (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রেরণ করেছে। যিনি ৫৩ বছর পর্যন্ত লাগাতার এই রোগাক্রান্ত দেহের প্রতিটি অঙ্গ ও রগ-রেশাকে সুস্থ করে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গেছেন। যার ফলে আরোগ্যের উপযুক্ত অঙ্গগুলো সুস্থ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কিছু অঙ্গ; যেগুলো একেবারেই পঁচে গিয়েছিল এবং কোনভাবেই সুস্থ করে তোলা যাচ্ছিল না। বরং আশঙ্কা হচ্ছিল, এগুলোর বিষ গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়বে। এগুলোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করুণার দাবি এটাই ছিল যে, অপারেশন করে এসব অঙ্গকে ছাটাই করে দেয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই মূলত জিহাদের আসল রহস্য। এটাই সকল আক্রমনাত্মক (ইকদামী) ও আত্মরক্ষামূলক (দিফায়ী) জিহাদ ও গাযওয়াসমূহের উদ্দেশ্য। কিছু উগ্র টাইপের কিছু লোক বলতে শুরু করেছে, 'ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে'। এটা এমন এক ডাহা মিথ্যা, এই আসমানের নীচে মনে হয়, এমন জঘন্য মিথ্যা দ্বিতীয়টি নেই। অন্তত এতটুকু তো লক্ষ্য করার দরকার ছিল যে, (ইসলামে) তরাবারি তো তখনই ব্যবহৃত হয়েছে, যখন তরবারি ব্যবহারের উপযুক্ত শক্তি ও জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হল, এই তরবারি যারা চালনা করেছেন, তাদেরকে কোন তরবারির শক্তি এতটাই আত্মোৎসর্গী করে তুলল যে, তাদেরকে প্রতিটি রনাঙ্গনে, মাথায় কাফন বেঁধে, জানবাজি রেখে, যুদ্ধ করতে দেখা গেছে? আসল কথা হল, দিবালোকের মত স্পষ্ট এই মিথ্যাকে খণ্ডন করতে যাওয়াও সত্যের অপলাপ হবে। -রাসূলে আকরাম পৃ. ২২

জিহাদের বিধান

মক্কার বুকে মুসলমানদের ওপর কাফেরদের নির্যাতনের মাত্রা এত বেশি ছিল যে, এমন কোন দিন যেত না, যেদিন কোন না কোন মুসলমান তাদের নির্যাতনের শিকার হত না। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপনিত হয়েছিলেন। তখন তারা নবীজির নিকট কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে যেতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অনুমতি চাইতেন। এ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

‘সবর করো। এখনো আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি।’
এ অবস্থায় দশ বছর কেটে যায়।
যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হলেন সাথে আবু বকর রা.ও ছিলেন- তখন মক্কা মুকাররমা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে বের হয়: أَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ؛ لَيَهْلِكُنَّ ‘এরা নিজেদের নবীকে বহিষ্কার করেছে। এদের ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এসেছে।’ এভাবেই নবীজি যখন মদিনায় পৌঁছেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ : যারা জুলুমের শিকার হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্যের পূর্ণ সক্ষমতা রাখেন। - সূরা হাজ্জ ৩৯

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতগুলোর মধ্যে এটাই প্রথম। এর পূর্বে ৭০ এরও অধিক আয়াতে যুদ্ধকে নিষেধ করা হয়েছিল। - মাআরিফুল কুরআন ৬/২৭০
এ ব্যাপারে গোটা উম্মত একমত, মদিনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ের আয়াতগুলোতে মুসলমানদের প্রতি ধৈর্যধারণ করা, ক্ষমা করে দেয়া ও ছাড় দেয়ার নির্দেশনা থাকত। মদিনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম এই আয়াতে وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে আসে। এবং তোমরা সীমালংঘন করো না। - সূরা বাকারা ১৯০

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। সিদ্দীকে আকবার রা. থেকে এ মর্মে একটি বর্ণনা আছে যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রথম আয়াত হল, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (অর্থ: যারা জুলুমের শিকার হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্যের পূর্ণ সক্ষমতা রাখেন।- সূরা হাজ্জ ৩৯

কিন্তু সিংহভাগ সাহাবা-তাবেয়ীনের মতে যুদ্ধ সংক্রান্ত সর্বপ্রথম আয়াত হল সূরা বাকারার উপরোল্লিখিত আয়াত। হ্যাঁ, সিদ্দীকে আকবার রা. যে আয়াতটিকে প্রথম বলে উল্লেখ করেছেন সেটিকে প্রথম দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলির একটি হওয়ায় ‘প্রথম’ বলতে অসুবিধা নেই।- মাআরিফুল কুরআন ১/৪৬৯

মক্কা মুকাররমায় জিহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। সর্বপ্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয় إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ : নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাদের জন্য রেখেছেন জান্নাত। তারা (এর জন্য) আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে; এক্ষেত্রে তারা (কখনো দুশমনদেরকে) হত্যা করে, আবার (কখনো দুশমনদের আঘাতে) নিহত (শহীদ) হয়। - সূরা আনফাল **১১১**

জিহাদের বিধানের শরঈ পর্যালোচনা

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ : তোমাদের ওপর জিহাদকে ফরয করা হয়েছে। (সূরা বাকারা ২১৬)

এ শব্দগুলো থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, জিহাদ সর্বাবস্থায় সকলের ওপর ফরয। পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক আয়াত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনার আলোকে জানা যায় যে, এই ফরয ফরযে আইনের পর্যায়ে নয়। বরং এটা ফরয়ে কেফায়া। মুসলমানদের একটা জামাত আদায় করলে সবাই এর দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি কখনো এমন হয় যে, রাষ্ট্রের কেউই জিহাদের ফরিযা আদায় করছে না, তখন সকল মুসলমান জিহাদ ছেড়ে দেয়ার কারণে গুনাহগার হবে। হাদিসে বর্ণিত নবীজির বানী الجهاد ماض إلى يوم القيامة : জিহাদ কেয়ামত অবধি চলমান থাকবে। - সুনানু আবী দাউদ ২৫৩২,

এর উদ্দেশ্য এটাই যে, কেয়ামত অবধি সর্বযুগে এমন একটি দল বর্তমান থাকা আবশ্যক, যারা নিয়মতান্ত্রিক জিহাদের ফরিযা আদায়ে রত থাকবে। বুখারী-মুসলিমের ৫৯৭২, ২৫৪৯।

বেসিক কনসেপ্ট অব জিহাদ

হাদিসে এসেছে, 'জনৈক সাহাবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলে নবীজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা-বাবা জীবিত আছেন কি? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। নবীজি বললেন, যাও, মা-বাবার সেবা করে জিহাদের সওয়াব অর্জন করো।'

এর থেকে বোঝা যায়, জিহাদ ফরযে কেফায়া। যখন মুসলমানদের একটা জামাত জিহাদের ফরিযা আদায়ে রত থাকবে, তখন বাকিরা অন্যান্য কাজকর্মে ও খেদমতে মশগুল থাকতে পারবে। হ্যাঁ, কখনো কোন মুসলিম সরকার প্রয়োজন মনে করে, ব্যাপকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ জারী করলে এবং সমস্ত মুসলমানদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আহবান করলে, সেক্ষেত্রে সকলের ওপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। কুরআন কারীমে সূরা তাওবায় এরশাদ হয়েছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

হে ঈমানদাররা! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয় 'আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো' তখন তোমরা যমিনকে আকড়ে ধর। - সূরা তাওবা ৩৮

এ আয়াতে উপরোক্ত ব্যাপক নির্দেশনার কথাই বিবৃত হয়েছে। একইভাবে আল্লাহ না করুন- কাফেররা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর হামলা করে বসলে এবং প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জামাত না থাকলে নিকটবর্তী জামাতের ওপর জিহাদ ফরয হয়ে যাবে। তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের নিকটস্থদের ওপর ফরয হয়ে যাবে। এমনকি এ জাতীয় পরিস্থিতিতে একের পর এক গোটা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। কুরআন কারীমের উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো গবেষণা করে, ফকীহ ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম সাধারণ পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে কেফায়া হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

যখন মুসলিম সরকারের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রতি আহবান জানানো হয়, এবং ইসলামের শিআর হেফাযতের জন্য জিহাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন সকলের উপর জিহাদ আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে জিহাদ ছেড়ে দিলে, এই জিহাদ ছাড়ার দুর্ভোগ কেবল জিহাদ ত্যাগকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং গোটা মুসলিম উম্মাহকে

আক্রান্ত করে। কাফেরদের আধিপত্যের দরুন নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ অসংখ্য নিরাপরাধ মুসলমান আক্রমনের শিকার হয়। তাদের জান-মাল ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়।

যখন ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তার স্বার্থে মোকাবেলার প্রয়োজন হয়, তখন অবশ্যই জিহাদ অন্যসব ইবাদত অপেক্ষা উত্তম হবে। খন্দকের জিহাদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৪ ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়া থেকে এটাই বুঝে আসে।

জিহাদের উদ্দেশ্য

মুমিনের যুদ্ধ ও জিহাদের লক্ষ্য এটাই থাকে যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হবে। আল্লাহর বিধান সবার উপরে থাকবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির অধিপতি। তাঁর আইন নির্ভেজাল ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর যখন ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তখন নিরাপত্তা আসবে। তাই পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য অতীব জরুরী হল, পৃথিবীর বুকে সেই আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যে আইন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এ কারণেই কামেল মুমিন যখন জিহাদ করে, তখন তার সামনে কেবল এই লক্ষ্যই থাকে। বিপরীতে কাফেরদের স্বপ্ন থাকে কুফরের প্রসার ও বিজয়।

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ
الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ :

তারা যদি চুক্তি সম্পন্ন করার পরও নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, এবং তোমাদের দ্বীনের নিন্দা করে, তাহলে কুফরের এসকল নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো; হতে পারে তারা নিরত হবে। বস্তুত তারা এমন লোক, যাদের প্রতিশ্রুতির কোন ভ্যালু নেই। [১]

আয়াতটিতে মুসলমানদেরকে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন (কারো বিরুদ্ধে) নিজেদের গোস্বার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যুদ্ধ না করে। বরং

[1] - সূরা তাওবা ১২

তাদের সংশোধন ও হেদায়েতকেই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য বানায়। এই আয়াতে বলা হয়েছে, যখন তারা নিয়তকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করবে, এবং কেবল আল্লাহর জন্যই জিহাদ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে এমন ব্যবস্থা করে দিবেন, যার ফলে তাদের পেরেশানি ও গোস্বার প্রতিশোধের আগুন এমনিতেই নিভে যাবে। [১]

সুতরাং মুসলমানদের জন্য জান-মাল দিয়ে জিহাদে যথাসাধ্য সহায়তা করতে কোন ধরণের কার্পন্য করা উচিৎ নয়।

জিহাদ চলবে কতদিন?

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থ: আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে ততদিন যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে যতদিন না ফিতনা নির্মূল হবে এবং দ্বীন ও ইবাদত কেবল আল্লাহরই হবে। (সূরা তাওবা ৩৯)

আয়াতটির ব্যাখ্যার সারকথা হল, মুসলমানদের জন্য ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে ততদিন জিহাদ ও যুদ্ধ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতদিন না মুসলমানদের প্রতি অন্যায় ও জুলুমের কবর রচিত হয়, এবং ইসলাম অন্যসব ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। আর এমন অবস্থা কেবল কেয়ামতের পূর্ব সময়েই হবে। তাই জিহাদের বিধানও কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। (যেমনটা এই হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয়: الجهاد ماض إلى يوم القيامة অর্থ: জিহাদ চলবে কেয়ামত পর্যন্ত। [২]

---

[1] - মাআরিফুল কুরআন ৪/৪২৫

[2] - মাআরেফুল কুরআন ৪/২৩৩